কলকাতা হাইকোর্টে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

বর্তমানঃ-- মাননীয় বিচারপতি শ্রী শুভেন্দু সামন্ত

সি.আর.আর. নং-২০১৭-এর ৩২৬২

সঙ্গে

সি.আর.আর. নং-২০১৭-এর ৩২৬৩

বিষয়টি

ওম প্রকাশ সাক্সেনা এবং অন্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্য ঃ **আইনজীবী, শ্রী পবন কুমার গুপ্ত,**

আইনজীবী, শ্রী এ কে রাই,

আইনজীবী, সুশ্রী সোফিয়া নেসার,

আইনজীবী, শ্রী শান্তনু সেট

ওপি নং ২-এর জন্য ঃ **আইনজীবী, শ্রী সত্যেন্দ্র আগরওয়াল,**

আইনজীবী, সুশ্রী শিখা পি. চৌধুরী

রাজ্যের জন্য ঃ **আইনজীবী, শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা,**

আইনজীবী, শ্রী প্রতীক বসু

রায় ঃ **২১.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, সুভেন্দু সামন্ত

উভয় ফৌজদারি পুনর্বিবেচনাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে করা হয়েছে, ২০১৬ সালের সি/৩২৭ নম্বর এবং ২০১৬ সালের সি/৩২৩ নম্বরের বিচারাধীন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুরের প্রথম আদালতের সামনে বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ ভবিষ্য তহবিল আইন ১৯৫২ এর ধারা ১৪(১)/১৪(১ক)/১৪(খ)/১৪(২ক)/১৪(কক) এর অধীনে।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হল যে কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থার প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসাবে সঞ্জয় বিশ্বাস, উপ-আঞ্চলিক অফিস ব্যারাকপুর বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন সর্বশ্রী বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে ধারা ১৪ (১)/১৪ (১ক)/১৪ (খ)/১৪ (২ক)/১৪ (কক) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য।

অভিযোগের উক্ত আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে বর্তমান আবেদনকারীরা সর্বশ্রী বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেডের দায়িত্বে ছিলেন সমস্ত বস্তুগত সময়ে এবং তার ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। এটি আরও অভিযোগ করেছে যে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা হিসাবে বর্তমান আবেদনকারীরা ইপিএফ স্কিম ১৯৫২-এর অনুচ্ছেদ ২/৭কক-এর পরিশিষ্ট "ক"-এর ধারা ১৬-এর বিধান অনুসারে মাসিক রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অভিযোগের এই ধরনের আবেদন পাওয়ার পর বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নিয়েছেন এবং বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করেন।

তাই এই তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা।

আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ উকিল দাখিল করেছেন যে বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা এবং বানোয়াট;

বর্তমান আবেদনকারীর দ্বারা এই ধরনের কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়নি। বিপরীত পক্ষ নং ২ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপাদানের সত্যটি দমন করেছে এবং মিথ্যা অভিযোগ শুরু করেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সর্বশ্রী বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেড ২০১৩ সাল থেকে অকার্যকর। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মচারী নভেম্বর ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগের উক্ত সত্যটি বিপরীত পক্ষ নং ২-এর নজরে আনা হয়েছিল; তদনুসারে বিপরীত পক্ষ নং ২ সমস্ত কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পিএফ আমানত প্রকল্পের অধীনে রাখা তহবিল ছেড়ে দিয়েছে। যেহেতু কারখানাটি ২০১৩ সালে অকার্যকর ছিল এবং সমস্ত কর্মচারী ইতিমধ্যে ২০১১ সালে পদত্যাগ করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মাসিক রিটার্ন দাখিলের প্রশ্ন উঠতে পারে না। আবেদনকারীদের আরও একটি বিষয় হল যে সমস্ত কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পেয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষের সামনে একটিও বিরোধ নেই। আবেদনকারীদের আরও যুক্তি হল যে কর্মচারীদের পদত্যাগের পরে সমস্ত কর্মচারীদের পিএফ নিষ্পত্তি করার অনুমতি প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অর্থ প্রদানের পরে একটি ব্যবহার শংসাপত্রও সমস্ত বিবরণ সহ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। কর্মচারীদের এই ধরনের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রদানের পর এবং প্রতিষ্ঠানটি অকার্যকর হয়ে পড়ায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্ট বিলুপ্ত করার জন্য ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পাঠানো হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ একটি চিঠি জারি করেছে যাতে প্রতিষ্ঠানটিকে প্যানেলভুক্ত নিরীক্ষকের মাধ্যমে নিরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নে থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছাড়ের আত্মসমর্পণ আঞ্চলিক অস্থায়ী কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় ভবিষ্য তহবিল কমিশনের কাছে নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য এটি প্রেরণ করা হয়েছিল। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ উকিলের বক্তব্য হল যে বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি কার্যক্রম ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক। বর্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না কারণ পরিচালকরা কোম্পানীর আইনের জন্য দায়বদ্ধ নয়।

তদুপরি আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সীমাবদ্ধতার সময়কালের পরে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করা হয়। সুতরাং, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচার গ্রহণের আদেশ সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ কেবল বর্তমান আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ শুরু করেছিল যদি উল্লিখিত কার্যধারা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান হবে।

বিপরীত পক্ষ নং ২ জানিয়েছে যে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বিবিধ বিধান আইন ১৯৫২-এর বিধানের অধীনে বর্তমান আবেদনকারী ইতিমধ্যে অপরাধটি করেছেন। বর্তমান আবেদনকারীরা ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ ও ব্যবসার উপর তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন। তারা প্রতিষ্ঠানের উক্ত ট্রাস্টির পরিচালক হওয়ায় তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তারা প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা করেছে কিন্তু তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন ও প্রকল্পের বিধানগুলি মেনে চলেনি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এনফোর্সমেন্ট অফিসারের স্কোয়াড সর্বশ্রী বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেডকে ০৬.০১.২০১৬ এবং ১৪.০১.২০১৬-এ কলুষিত করেছে। প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনের সময় তারা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উপস্থাপিত রেকর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এই ধরনের পরিদর্শনের সময় ত্রুটিগুলি নথিভুক্ত করেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগের আবেদন দায়ের করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তিনি দাখিল করেছেন যে বর্তমান পিটিশনকারীদের দ্বারা প্রাথমিকভাবে আচরণের বিধান লঙ্ঘন ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাই এই মুহুর্তে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না।

তার যুক্তির সমর্থনে তিনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশন (আরপিএফসি) বনাম হুগলি মিলস কোম্পানি লিমিটেডের কিছু সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে ছাড়প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার অবদান আনতে ব্যর্থ হলে আইনের ধারা ১৪খ প্রযোজ্য হবে। উদ্ধৃত মামলায় উত্তরদাতা কোম্পানিকে ই. পি. এফ এবং বিবিধ বিধান আইন (এম. পি. এ) ১৯৫২-এর অধীনে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং অব্যাহতি দেওয়ার পরে কোম্পানিগুলি প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্রীকান্ত দত্ত নরসিমা রাজা বনাম এনফোর্সমেন্ট অফিসার মহীশূর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারা এবং তাতে যে স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সঠিক। শেষ অনুচ্ছেদে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে—

অতএব, কোম্পানির বিষয়গুলির উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়োগকর্তা হয়ে ওঠে। তাই বলে যে যেহেতু অনুচ্ছেদ ৩৬ক একজন নিয়োগকর্তাকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে আবদ্ধ করে, এই বিধানের কোনো লঙ্ঘনের দায়-দায়িত্ব এই ধরনের নিয়োগকর্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বা মালিক আইনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য এবং কারখানা ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার বর্ধিত অর্থকে উপেক্ষা করবেন।

অতএব ফর্ম ৫ক-তে আপিলকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কোম্পানির বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হিসাবে ঘোষণাটি আইন অনুসারে ছিল, তাই স্কিম লঙ্ঘনের জন্য তার বিচারের এখতিয়ার বা আইনের কোনো ত্রুটির শিকার হয় না।

তিনি ২০০৬ সালে সিআরআর নং ২৮৬৬-এ এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে একক বেঞ্চ একটি ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকার করেছে, এই ভিত্তিতে যে ১৯৫২ আইনে ন্যস্ত করা দায়িত্ব থেকে নিয়োগকর্তার পলায়নের সুযোগ ছিল না। তিনি ২০০5 সালের সিআরআর নং ১২৮-এ গৃহীত এই আদালতের অন্য একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল। তিনি কমলা টি কোম্পানি লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন-তে গৃহীত এই আদালতের অনুপাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রভিডেন্ট তহবিল জমা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তীকালে যদিও জমা করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের আমানত তাদের ফৌজদারি দায় থেকে অব্যাহতি দেয় না।

অন্যদিকে আবেদনকারী কার্তিক চন্দ্র দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (২০১০) এসসিসি অনলাইন সিএএল ১৮৯৫-তে একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে এই মাননীয় আদালত ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষের একাধিক অভিযোগ বাতিল করেছে যা সময়মতো রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা হয়েছিল।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন। নথিভুক্ত উপকরণগুলি খতিয়ে দেখেছেন এবং পক্ষগুলির দায়ের করা উদ্‌ধৃতিগুলিও খতিয়ে দেখেছেন। মনে হয় যে, ২ নং বিরোধী পক্ষ সর্বশ্রী বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের আবেদনটি ২০১৬ সালের জুন মাসে দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের উক্ত আবেদনের ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশন ২ উপ-আঞ্চলিক অফিস ব্যারাকপুর মামলা চালানোর জন্য অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদনের চিঠিটি অনুমোদনের চিঠির আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল যার কোনও তারিখ নেই। উক্ত অভিযোগের ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অনুমোদনটি ২৯.০৩.২০১৬ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগের আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি উপস্থিত আবেদনকারীদের নিয়োগকর্তা হিসাবে ইপিএফ স্কিম ১৯৫২ এর অনুচ্ছেদ ২৭কক এর পরিশিষ্ট ক এর ধারা ৬ এর বিধানের অধীনে ০৪/২০০৯, ১২/২০১১, ০১/২০১২ এবং ১১/২০১৩, ১/২০১৪ সময়ের জন্য ফর্ম ৬ (পিএস) এ মাসিক রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরিশিষ্ট 'ক'-এর ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, "ট্রাস্টি বোর্ড এবং নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত মাসিক/বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করবেন, যা ব্যর্থ হলে এটি ডিফল্ট হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড এবং নিয়োগকর্তা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে একর্মচারী ভবিষ্য তহবিল সংস্থা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তিমূলক পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেনঃ

সুতরাং এই বিধান অনুসারে নিয়োগকর্তার ট্রাস্টি বোর্ড নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত মাসিক/বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করবে। অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী বিধানগুলি মেনে চলেন নি এবং উল্লিখিত সময়ের জন্য রিটার্ন ফাইল করতে অবাধ্য হয়েছে।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের জন্য বিচার গ্রহণ করেছেন। এই ধরনের অপরাধের শাস্তি উক্ত আইন ১৯৫২-এর ধারা ১৪-এ গণনা করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ১৪ (১ক) (খ) সর্বোচ্চ শাস্তি ৬ মাস এবং কজরিমানা ৫,০০০/- টাকা প্রদান করেছে।

ইপিএফএস ১৯৫২ এর অনুচ্ছেদ ৭৬ (খ) এর অধীনে অপরাধের লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি এক বছর।

কর্মচারী জমা সংযুক্ত বীমা প্রকল্প ১৯৭৬-এর অনুচ্ছেদ ২৯ (খ) লঙ্ঘনের জন্য, এক বছরের সাজা এবং জরিমানা গণনা করা হয়েছে।

ইপিএফএস ১৯৭১-এর ৪১ (খ) অনুচ্ছেদে এক বছরের শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, ২০১৩ সালে রিটার্ন দাখিল না করার অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল; ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬৮ এর বিধান অনুসারে এই ধরনের অপরাধের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট এক বছরের মধ্যে অপরাধের স্বীকৃতি নিতে পারেন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল নিম্নরূপ:

৪৬৮) সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সচেতনতা গ্রহণে বাধা-

(১) এই বিধিতে অন্য কোথাও যেমন বিধান করা হয়েছে তা ব্যতীত, কোনও আদালত সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট বিভাগের কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করবে না।

(২) সীমাবদ্ধতার সময়কাল হবে-

(ক) ১ম মাস, যদি অপরাধটি শুধুমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়;

(খ) এক বছর, যদি অপরাধের জন্য অনধিক এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়;

(গ) তিন বছর, যদি অপরাধটি এক বছরের বেশি কিন্তু তিন বছরের বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়। দেশের আইন বিবেচনা করে মনে হয় যে ম্যাজিস্ট্রেট সীমাবদ্ধতার সময়কালের বাইরে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারার বিধানের অধীনে নিষিদ্ধ।

বিপরীত পক্ষের ২ নম্বর পক্ষের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনার পরে, আমার কাছে মনে হয় যে উল্লিখিত মামলাগুলিতে উল্লিখিত অভিযুক্ত অপরাধগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে, কার্তিক চন্দ্র দাসের (সুপ্রা) অনুপাত এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আরও প্রযোজ্য। স্বীকারযোগ্য যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ২০১১ সালে তাদের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেছেন। কর্মচারীরা তাদের ভবিষ্য তহবিল পেয়েছেন। কোনও বিরোধ ছিল না। ২০১৩ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের কারখানাটি অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। ভবিষ্য তহবিলের নির্দেশ এবং আনুষ্ঠানিকতা পর্যবেক্ষণ করে ট্রাস্টটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন অনুসন্ধান করা একটি নিরর্থক অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের ই. পি. এফ আইন, ১৯৫২-এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য ফৌজদারি অভিযোগ যা আসলে ১০ বছর ধরে বন্ধ হয়ে গেছে তাও পদ্ধতিগত সুরক্ষার অপব্যবহার হবে।

আমার কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সীমাবদ্ধতার সময়ের বাইরে অপরাধের স্বীকৃতি নিয়েছেন। স্বীকৃতি নেওয়ার আদেশটি আইনে খারাপ।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ উকিল যুক্তির সময় আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে রিটার্ন দাখিল না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল যা বিশাল সরকারী কোষাগারের অপচয়।

তবে, এই তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনে সরকারি কোষাগার নষ্ট করার বিষয়টি কোনও সমস্যা নয়। সুতরাং, এই পর্যায়ে এটি বিবেচনা করা যাবে না।

তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের আমলনামা গ্রহণের আদেশ এবং বিজ্ঞ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মুলতুবি থাকা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট-এর ২০১৬-এর নম্বর- সি/৩২৭ এবং ২০১৬-এর সি/৩২৩-এর মুলতুবি থাকা ফৌজদারি কার্যধারা এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদনগুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত স্থগিতাদেশের যেকোনো আদেশও খালি হয়ে যায়।

সার্ভার কপির উপর কাজ করার জন্য পক্ষগুলি এবং রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত অনুলিপি স্বাভাবিক শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত করা হবে।

(বিচারপতি, সুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly